দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ২৪ APR 2003
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় দুর্নীতি ঠেকান

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মোট ১৬ হাজার ৫৯ জন সহকারী শিক্ষক নিয়োগ করা হবে। আর এর বিপরীতে আবেদন করেছেন সাড়ে আট লাখেরও বেশি চাকরি প্রার্থী। শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। আর এই শিক্ষার হাতেখড়ি হয়ে থাকে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে। এজন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের হতে হবে মেধাবী ও পরিশ্রমী। এই মেধাবী ও পরিশ্রমী শিক্ষক পেতে হলে সরকারকে অবশ্যই শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার দিকে নজর দিতে হবে। পরীক্ষা হতে হবে নিরপেক্ষ ও দুর্নীতিমুক্ত। কিন্তু আমাদের দেশের জেলা শিক্ষা অফিসে চলছে এক ধরনের রমরমা ব্যবসা। শিক্ষা অফিসগুলোতে কিছু অসাধু কেরানী মেধাবী ও অমেধাবী প্রার্থীদের পাশাপাশি আসন করে দেয়ার জন্য প্রার্থী প্রতি নিচ্ছে দুই হাজার থেকে পঁচিশশ' টাকা বা তারও বেশি। এই সুযোগে অনেক প্রার্থী মেধাবীদের (যেমন-ঢাকা ইউনিভার্সিটি বা অন্য কোনো ইউনিভার্সিটি থেকে পাস করা ছাত্রদের, যারা এই পদে চাকরি করবে না) সঙ্গে দরখাস্ত করে অসাধু কেরানীদের মাধ্যমে পাশাপাশি আসন করছে, যাতে তারা ভালো পরীক্ষা দিতে পারে। এ সুবাদে আসল প্রার্থীদের সঙ্গে আরও অনেক পরীক্ষার্থী/প্রার্থী দরখাস্ত করায় প্রার্থীর সংখ্যা বেড়েছে। সঠিকভাবে যাচাই করলে দেখা যাবে, আসল পরীক্ষার্থী/ প্রার্থীর সংখ্যা এত বেশি নয়। যেখানে দেশে চলছে দুর্নীতিমুক্ত করার মত মহৎ কাজ, সেখানে হাতের নাগালেই চলছে এমন অপরাধ। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ একটু সচেতন হলেই আসল মেধাবী প্রার্থীদের বাঁচানো সম্ভব এবং জাতি পেতে পারে আসল মেধাবী ও পরিশ্রমী শিক্ষকদের। পরীক্ষার্থীদের রোল নম্বর অনুযায়ী আসন পাশাপাশি না ফেলে একটু ব্যবধান করে আসন বিন্যাস করলেই এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যেতে পারে। বিষয়টির প্রতি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মো. হারুনার রশিদ,
সাঁথিয়া, পাবনা।